তারিখ 15 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

দৈনিক
ইত্তেফাক

মুরাদনগর (কুমিল্লা) : উপজেলার কৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবন -ইত্তেফাক

মুরাদনগরে শতাধিক বিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে চলছে পাঠদান

বিদ্যালয়গুলো শিক্ষক সংকট, পাকা ভবনের অভাব, টয়লেট ও পানির সংকটসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত

■ মো. মোশাররফ হোসেন মনির, মুরাদনগর (কুমিল্লা) সংবাদদাতা

কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার ৩০৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় শতাধিক বিদ্যালয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামো নিয়েই পরিচালিত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। বেশিরভাগ বিদ্যালয়েই নেই শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ। এসব বিদ্যালয়ে ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। এছাড়া বিদ্যালয়গুলো শিক্ষক সংকট, পাকা ভবনের অভাব, টয়লেট ও পানির সংকটসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত। শ্রেণিকক্ষের অভাবে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। ফলে এ উপজেলায় শিক্ষার হার দিন দিন কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে প্রশাসনিক কার্যক্রমসহ শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। যা সব শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনার পথে অন্তরায়।

উপজেলা শিক্ষা অফিস মতে, ২০টি বিদ্যালয় অধিক ঝুকিঁপূর্ণ। এসব বিদ্যালয়ে যে কোনো সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। বিদ্যালয়গুলো হলো, নবসিংহপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গাজীপুর (দক্ষিণ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঘোড়াশাল (উত্তর) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রামপুর (উত্তর) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুরুন্ডি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নোয়াগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রোয়াচালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সোনাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুড়ারপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সোনারামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাজিয়াতল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, লক্ষ্মীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও খাপুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এএনএম মাহবুব আলম সমস্যার কথা স্বীকার করে বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ এসব বিদ্যালয়ের নামের তালিকা করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে একাধিকবার পাঠানো হয়েছে। হয়তো শিগগিরই এসব ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হতে পারে।